॥শ্রীঃ॥

ব্যাকরণ কাকে বলে ?

সাধারনভাবে বলা যায় ,যে শাস্ত্রের সাহায্যে কোনোো ভাষার স্বরূপ ও গঠণপ্রকৃতি নির্ণয় করে সুবিন্যস্ত করা যায় এবং ভাষা শুদ্ধরূপে বলতে, পড়তে এবং লিখতে পারা যায়, তাকে ব্যাকরণ বলে ।

‘ ব্যাকরণ ’ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ এবং এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে — বিশ্লেষণ । শব্দটির ব্যুৎপত্তি এরকম -

বি+আ+√কৃ+অন = ব্যাকরণ ।

ব্যাকরণ যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাব বিশ্লেষণ৷ ব্যাকরণকে বলা হয় ভাষার সংবিধান৷ ব্যাকরণ না জানলেও ভাষা ব্যবহার করা সম্ভব তবে শুদ্ধভাবে মনের ভাব বা ভাষা প্রকাশ করতে চাইলে আমাদের ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন জানা আবশ্যক । ইংরেজিতে আমরা ব্যাকরণকে বলে থাকি **Grammar** যার অর্থ ‘শব্দশাস্ত্র’৷

সংস্কৃত ব্যাকরণ কাকে বলে ?

সাধারনভাবে বলা যায় ,যে শাস্ত্রের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষার স্বরূপ ও গঠণপ্রকৃতি নির্ণয় করে সুবিন্যস্ত করা যায় এবং ভাষা শুদ্ধরূপে বলতে, পড়তে এবং লিখতে পারা যায়, তাকে সংংস্কৃত ব্যাকরণ বলে ।

※ ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা সম্পর্কে ভাষা বিজ্ঞানীগণ এখনো পর্যন্ত একমত হতে পারেননি ।

তাঁরা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেনঃ

- ড . মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

" যে শাস্ত্র জানিলে ভাষা শুদ্ধরুপে লিখিতে , পড়িতে ও বলিতে পারা যায় , তাহার নাম ব্যাকরণ ।

- ড . সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতেঃ

" যে শাস্ত্র কোনও ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপ , প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি বুঝাইয়া দেওয়া হয় , সেই শাস্ত্রকে বলে সেই ভাষার ব্যাকরণ । যে শাস্ত্র বাংলাভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি সবদিক দিয়া আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয় , তাহাকে বলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বা বাংলা ব্যাকরণ । " ইত্যাদি।

※ *ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তাঃ*

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ড . মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন ,' আলো , জল , বিদ্যুৎ , বাতাস প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য না জানিয়াও মানুষ বাঁচিয়াছে , বাচিতেছে ও বাঁচিবে । কিন্তু , তাই বলিয়া ! ঐ সমস্ত বস্তুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যকে মানুষ

অস্বীকার করিয়া বর্তমান সভ্যতার গগনবিচুম্বী সৌধ নির্মাণ করিতে পারে নাই ।

ব্যাকরণ না জানিয়াও ভাষা চলিতে পারে ; কিন্তু ভাষাগত সভ্যতা না হউক , অন্তত সভ্যতার পত্তন বা সমৃদ্ধি হইতে পারে না ।. . . এই জন্যই শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে বিশেষ জ্ঞানও আবশ্যক ।

※ একটি ভাষা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে সেই ভাষার ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম , কারণ

১ । ব্যাকরণ কোনও ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে । যে কোনো ভাষার বিধি - বিধানের নিয়ামক হল ব্যাকরণ । তাই ব্যাকরণকে ‘ ভাষার সংবিধান ' বলা হয় ।

২ । ব্যাকরণ পাঠ করে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন - প্রকৃতি ও সে - সবের সুষ্ঠু ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং লেখায় ও কথায় ভাষা প্রয়োগের সময় শুদ্ধি - অশুদ্ধি নির্ধারণ সহজ হয় ।

৩ । ভাষার সৌন্দর্য সম্ভোগের জন্যেও সেই ভাষার ব্যাকরণ পাঠ অবশ্য কর্তব্য ।

৪ । সাহিত্যরসিকদের মতে সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে হলে পুরোপুরি সে রস গ্রহণ করতে হয় ; ব্যাকরণ সে রস গ্রহণের সহায়ক ।

৫ । ব্যাকরণের তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান না থাকলে ভাষাগত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা থাকে । তখন উন্নত ভাবের বাহনরূপে ভাষাকে ব্যবহার করে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না ।

৬ । ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য স্বেচ্ছাচারিতা রোধ হয় , ফলে ভাষার বিশুদ্ধতাও রক্ষা পায় ।

৭ । মোটের ওপর ভাষার সামগ্রিক রূপটিকে বোধের উপযোগী করে তোলা ব্যাকরণ শিক্ষার লক্ষ্য । সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ।

অতএব ভাষাপ্রয়োগের জন্য এবং ভাষার সৌন্দর্য সম্পাদনের রীতি - নীতি (যেমন — ধ্বনি , শব্দ, বাক্য , ছন্দ , অলঙ্কার প্রভৃতি) জানা ও প্রয়োগের জন্য ব্যাকরণ - জন অপরিহার্য । তবে একটি কথা মরণ রাখতে হবে – ভাষা আগে , পরে ব্যাকরণ ।

※ সংস্কৃত ভাষাতে শব্দকে প্রাতিপদিক বলা হয়ে থাকে । কোনো শব্দ শুনলে পর মুহূর্তেই যে বস্তু , ব্যক্তি বা বিষয়ের বোধ হয় আমাদের, সেটাই সেই শব্দের অর্থ বা সেই প্রাতিপদিকের অর্থ। যেমন - আম, কৃষক, বিদ্যা ।

※ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামের পরিবর্তে আর যে শব্দ ব্যবহার করে সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তুকে বোঝানো সম্ভব হয় তখন সেই শব্দটিকে সর্বনাম শব্দ

বলে৷ যেমন আমরা নিজেদের নামের পরিবর্তে *আমি* এই শব্দের প্রয়োগ করে থাকি বা সন্মুখে উপস্থিত ব্যক্তির নামের পরিবর্তে *তুমি* এই শব্দের প্রয়োগ করে থাকি বাক্যালাপের সময়৷

সংস্কৃতে আমি এই শব্দটিকে অস্মদ্ বলা হয় ।

সংস্কৃতে তুমি এই শব্দটিকে যুস্মদ্ বলা হয় ।

※ সংস্কৃত ভাষাতে যে কোনো শব্দের ৭টি বিভক্তি (প্রথমা, দ্বিতীয়াদি ক্রমে) ও প্রতি বিভক্তিতে তিনটি করে বচন (*একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন*) নিয়ে মোট ২১ টি রূপ পাওয়া যায়৷ এই ২১ টি রূপেরই পৃথক পৃথক অর্থ হয়ে থাকে৷

বচন কাকে বলে ?

যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা কে বোঝা যায় তাকে বচন বলে । বচন তিন প্রকার যথা - একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন । ইংরেজিতে একে **Number** বলা হয় । যেমন **Singular , Plural**

<u>বিভক্তির বিভিন্ন রূপের পৃথক অর্থ</u>

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	এক জন/বস্তু	দুই জন/বস্তু	বহু জন/বস্তু
দ্বিতীয়া	এক জনকে	দুই জনকে	বহু জনকে
তৃতীয়া	এক জনের দ্বারা	দুই জনের দ্বারা	বহু জনের দ্বারা
চতুর্থী	এক জনের জন্য	দুই জনের জন্য	বহু জনের জন্য
পঞ্চমী	এক জনের থেকে	দুই জনের থেকে	বহু জনের থেকে
ষষ্ঠী	এক জনের	দুই জনের	বহু জনের
সপ্তমী	এক জনের মধ্যে	দুই জনের মধ্যে	বহু জনের মধ্যে

অস্মদ্ (আমি) শব্দরূপ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অহম্ *আমি*	আবাম্ *আমরা দুই জন*	বয়ম্ *আমরা বহু জন*
দ্বিতীয়া	মাম্ / মা *আমাকে*	আবাম্ / নৌ *আমাদের দুজন কে*	অস্মান্ / নঃ *আমাদের কে*
তৃতীয়া	ময়া *আমার দ্বারা*	আবাভ্যাম্ *আমাদের দুজনের দ্বারা*	অস্মাভিঃ *আমাদের দ্বারা*
চতুর্থী	মহ্যম্ / মে *আমার জন্য*	আবাভ্যাম্ / নৌ *আমাদের দুজনের জন্য*	অস্মভ্যম্ / নঃ *আমাদের জন্য*
পঞ্চমী	মৎ *আমার থেকে*	আবাভ্যাম্ *আমাদের দুজনের থেকে*	অস্মৎ *আমাদের থেকে*
ষষ্ঠী	মম / মে *আমার*	আবয়োঃ / নৌ *আমাদের দুজনের*	অস্মাকং / নঃ *আমাদের*
সপ্তমী	ময়ি *আমার মধ্যে*	আবয়োঃ *আমাদের দুজনের মধ্যে*	অস্মাসু *আমাদের মধ্যে*

যুস্মদ্ (তুমি) শব্দরূপ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ত্বম্ *তুমি*	যুবাম্ *তোমরা দুই জন*	যূয়ম্ *তোমরা বহু জন*
দ্বিতীয়া	ত্বাম্ / ত্বা *তোমাকে*	যুবাম্ / বাম্ *তোমাদের দুজন কে*	যুষ্মান্ / বঃ *তোমাদের কে*
তৃতীয়া	ত্বয়া *তোমার দ্বারা*	যুবাভ্যাম্ *তোমাদের দুজনের দ্বারা*	যুষ্মাভিঃ *তোমাদের দ্বারা*
চতুর্থী	তুভ্যম্ / তে *তোমার জন্য*	যুবাভ্যাম্ / বাম্ *তোমাদের দুজনের জন্য*	যুষ্মভ্যম্ / বঃ *তোমাদের জন্য*
পঞ্চমী	ত্বৎ *তোমার থেকে*	যুবাভ্যাম্ *তোমাদের দুজনের থেকে*	যুষ্মৎ *তোমাদের থেকে*
ষষ্ঠী	তব / তে *তোমার*	যুবয়োঃ / বাম্ *তোমাদের দুজনের*	যুষ্মাকং / বঃ *তোমাদের*
সপ্তমী	ত্বয়ি *তোমার মধ্যে*	যুবয়োঃ *তোমাদের দুজনের মধ্যে*	যুষ্মাসু *তোমাদের মধ্যে*

****

সংস্কৃত নর শব্দরূপের বাংলা অর্থ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	নরঃ একটি মানুষ	নরৌ দুটি মানুষ	নরাঃ মানুষগুলি
দ্বিতীয়া	নরম্ একটি মানুষকে	নরৌ দুটি মানুষকে	নরান্ মানুষগুলিকে
তৃতীয়া	নরেণ একটি মানুষের দ্বারা	নরাভ্যাম্ দুটি মানুষের দ্বারা	নরৈঃ মানুষগুলির দ্বারা
চতুর্থী	নরায় একটি মানুষের জন্য	নরাভ্যাম্ দুটি মানুষের জন্য	নরেভ্যঃ মানুষগুলির জন্য
পঞ্চমী	নরাৎ একটি মানুষের থেকে	নরাভ্যাম্ দুটি মানুষ থেকে	নরেভ্যঃ মানুষগুলি থেকে
ষষ্ঠী	নরস্য একটি মানুষের	নরয়োঃ দুজন মানুষের	নরাণাম্ মানুষগুলির
সপ্তমী	নরে একটি মানুষেতে	নরয়োঃ দুটি মানুষে	নরেষু মানুষগুলিতে
সম্বোধন	নর হে একজন মানুষ	নরৌ হে দুজন মানুষ	নরাঃ হে মানুষগুলি

.com/sanskrit-sabdarup-muni/

নর শব্দের মত-ই একই রূপ হবে অন্য যে শব্দ বা প্রাতিপদিক গুলি সেগুলি হল – অশ্ব, সর্প, দেব, বালক, গজ, দেশ, অনল, চন্দ্র, সূর্য, ব্যাঘ্র, বৃক্ষ, মৃগ, জনক, আলয়, সহোদর, অসুর, প্রদীপ, গ্রন্থ, ভৃত্য প্রভৃতি।

***আরো বিশদে জানতে ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-sabdarup-nara/

সংস্কৃত ফল শব্দের রূপ (বাংলা অক্ষরে)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ফলম্	ফলে	ফলানি
দ্বিতীয়া	ফলম্	ফলে	ফলানি
তৃতীয়া	ফলেন	ফলাভ্যাম্	ফলৈঃ
চতুর্থী	ফলায়	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
পঞ্চমী	ফলাৎ	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
ষষ্ঠী	ফলস্য	ফলয়োঃ	ফলানাম্
সপ্তমী	ফলে	ফলয়োঃ	ফলেষু
সম্বোধন	ফল	ফলে	ফলানি

ফল শব্দের মত-ই একই রূপ হবে অন্য যে শব্দ বা প্রাতিপদিক গুলি সেগুলি হল – মিত্র, অন্ন, পুষ্প, গগন, আনন, ঘৃত, নেত্র প্রভৃতি।

***আরো বিশদে জানতে ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-sabdarup-fal/

ধাতুরূপ

পঠ্ ধাতুরূপ (বাংলা হরফে)

লট্ (বর্তমান কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	পঠতি	পঠসি	পঠামি
দ্বি	পঠতঃ	পঠথঃ	পঠাবঃ
বহু	পঠন্তি	পঠথ	পঠামঃ

লঙ্ (অতীত কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	অপঠৎ	অপঠঃ	অপঠম্
দ্বি	অপঠতাম্	অপঠতম্	অপঠাব
বহু	অপঠন্	অপঠত	অপঠাম

লৃট্ (ভবিষ্যৎ কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	পঠিষ্যতি	পঠিষ্যসি	পঠিষ্যামি
দ্বি	পঠিষ্যতঃ	পঠিষ্যথঃ	পঠিষ্যাবঃ
বহু	পঠিষ্যন্তি	পঠিষ্যথ	পঠিষ্যামঃ

*** পঠ্ ধাতু সম্পর্কে বিশদে জানতে - ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-dhaturup-pa%E1%B9%ADh/

খাদ্ ধাতুরূপ (বাংলা হরফে)

লট্ (বর্তমান কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	খাদতি	খাদসি	খাদামি
দ্বি	খাদতঃ	খাদথঃ	খাদাবঃ
বহু	খাদন্তি	খাদথ	খাদামঃ

লঙ্ (অতীত কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	অখাদৎ	অখাদঃ	অখাদম্
দ্বি	অখাদতাম্	অখাদতম্	অখাদাব
বহু	অখাদন্	অখাদত	অখাদাম

লৃট্ (ভবিষ্যৎ কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	খাদিষ্যতি	খাদিষ্যসি	খাদিষ্যামি
দ্বি	খাদিষ্যতঃ	খাদিষ্যথঃ	খাদিষ্যাবঃ
বহু	খাদিষ্যন্তি	খাদিষ্যথ	খাদিষ্যামঃ

*** খাদ্ ধাতু সম্পর্কে বিশদে জানতে - ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-dhaturup-khad/

*** তেমন-ই লিখ্ ধাতু সম্পর্কে জানতে - ☞☞ https://www.aplustopper.com/likh-dhatu-roop-in-sanskrit/

সংস্কৃত শব্দরূপ লতা (বাংলা অক্ষরে)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	লতা	লতে	লতাঃ
দ্বিতীয়া	লতাম্	লতে	লতাঃ
তৃতীয়া	লতয়া	লতাভ্যাম্	লতাভিঃ
চতুর্থী	লতায়ৈ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
পঞ্চমী	লতায়াঃ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
ষষ্ঠী	লতায়াঃ	লতয়োঃ	লতানাম্
সপ্তমী	লতায়াম্	লতয়োঃ	লতাসু
সম্বোধন	লতে	লতে	লতাঃ

*** লতা শব্দরূপ সম্পকে বিশদে জানতে - ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-sabdarup-lata/

সংস্কৃত শব্দরূপ নদী (বাংলা অক্ষরে)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	নদী	নদ্যৌ	নদ্যঃ
দ্বিতীয়া	নদীম্	নদ্যৌ	নদীঃ
তৃতীয়া	নদ্যা	নদীভ্যাম্	নদীভিঃ
চতুর্থী	নদ্যৈ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
পঞ্চমী	নদ্যাঃ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
ষষ্ঠী	নদ্যাঃ	নদ্যোঃ	নদীনাম্
সপ্তমী	নদ্যাম্	নদ্যোঃ	নদীষু
সম্বোধন	নদি	নদ্যৌ	নদ্যঃ

*** নদী শব্দরূপ সম্পর্কে বিশদে জানতে - ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-sabdarup-nadi/

এতদ্ সর্বনাম শব্দ (তিনলিঙ্গে ভিন্ন রূপ হয়) বাংলা অর্থ – ইহা, এই

সংস্কৃত এতদ্ শব্দের রূপ (বাংলা অক্ষরে)

পুংলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	এষঃ	এতৌ	এতে
দ্বিতীয়া	এতম্, এনম্	এতৌ, এনৌ	এতান্, এনান্
তৃতীয়া	এতেন, এনেন	এতাভ্যাম্	এতৈঃ
চতুর্থী	এতস্মৈ	এতাভ্যাম্	এতেভ্যঃ
পঞ্চমী	এতস্মাৎ	এতাভ্যাম্	এতেভ্যঃ
ষষ্ঠী	এতস্য	এতয়োঃ, এনয়োঃ	এতেষাম্
সপ্তমী	এতস্মিন্	এতয়োঃ, এনয়োঃ	এতেষু

স্ত্রীলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	এষা	এতে	এতাঃ
দ্বিতীয়া	এতাম্, এনাম্	এতে, এনে	এতাঃ, এনাঃ
তৃতীয়া	এতয়া, এনয়া	এতাভ্যাম্	এতাভিঃ
চতুর্থী	এতস্যৈ	এতাভ্যাম্	এতাভ্যঃ
পঞ্চমী	এতস্যাঃ	এতাভ্যাম্	এতাভ্যঃ
ষষ্ঠী	এতস্যাঃ	এতয়োঃ, এনয়োঃ	এতাসাম্
সপ্তমী	এতস্যাম্	এতয়োঃ, এনয়োঃ	এতাসু

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	এতৎ	এতে	এতানি
দ্বিতীয়া	এতৎ, এনৎ	এতে, এনে	এতানি, এনানি
তৃতীয়া	এতেন, এনেন	এতাভ্যাম্	এতৈঃ
চতুর্থী	এতস্মৈ	এতাভ্যাম্	এতেভ্যঃ
পঞ্চমী	এতস্মাৎ	এতাভ্যাম্	এতেভ্যঃ
ষষ্ঠী	এতস্য	এতয়োঃ, এনয়োঃ	এতেষাম্
সপ্তমী	এতস্মিন্	এতয়োঃ, এনয়োঃ	এতেষু

*** এতদ্ শব্দরূপ সম্পর্কে বিশদে জানতে - ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-sabdarup-etad/

*** এতদ্ শব্দের মতই তদ্ শব্দরূপ হয় শুধু শব্দের প্রথমে এ-বর্ণটি থাকে না বিশদে জানতে ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-sabdarup-tad/

যদ্ - সর্বনাম শব্দ (তিনলিঙ্গে ভিন্ন রূপ হয়) বাংলা অর্থ – যে, যিনি।

পুংলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যঃ	যৌ	যে
দ্বিতীয়া	যম্	যৌ	যান্
তৃতীয়া	যেন	যাভ্যাম্	যৈঃ
চতুর্থী	যস্মৈ	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
পঞ্চমী	যস্মাৎ	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
ষষ্ঠী	যস্য	যয়োঃ	যেষাম্
সপ্তমী	যস্মিন্	যয়োঃ	যেষু

স্ত্রীলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যা	যে	যাঃ
দ্বিতীয়া	যাম্	যে	যাঃ
তৃতীয়া	যয়া	যাভ্যাম্	যাভিঃ
চতুর্থী	যস্যৈ	যাভ্যাম্	যাভ্যঃ
পঞ্চমী	যস্যাঃ	যাভ্যাম্	যাভ্যঃ
ষষ্ঠী	যস্যাঃ	যয়োঃ	যাসাম্
সপ্তমী	যস্যাম্	যয়োঃ	যাসু

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যঃ	যৌ	যে
দ্বিতীয়া	যম্	যৌ	যান্
তৃতীয়া	যেন	যাভ্যাম্	যৈঃ
চতুর্থী	যস্মৈ	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
পঞ্চমী	যস্মাৎ	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
ষষ্ঠী	যস্য	যয়োঃ	যেষাম্
সপ্তমী	যস্মিন্	যয়োঃ	যেষু

*** যদ্ শব্দরূপ সম্পর্কে বিশদে জানতে - ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-sabdarup-yad/

কিম্ - সর্বনাম শব্দ (তিনলিঙ্গে ভিন্ন রূপ হয়) বাংলা অর্থ – কে, কি।

পুংলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কঃ	কৌ	কে
দ্বিতীয়া	কম্	কৌ	কান্
তৃতীয়া	কেন	কাভ্যাম্	কৈঃ
চতুর্থী	কস্মৈ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
পঞ্চমী	কস্মাৎ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
ষষ্ঠী	কস্য	কয়োঃ	কেষাম্
সপ্তমী	কস্মিন্	কয়োঃ	কেষু

স্ত্রীলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কা	কে	কাঃ
দ্বিতীয়া	কাম্	কে	কাঃ
তৃতীয়া	কয়া	কাভ্যাম্	কাভিঃ
চতুর্থী	কস্যৈ	কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
পঞ্চমী	কস্যাঃ	কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
ষষ্ঠী	কস্যাঃ	কয়োঃ	কাসাম্
সপ্তমী	কস্যাম্	কয়োঃ	কাসু

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কিম্	কে	কানি
দ্বিতীয়া	কিম্	কে	কানি
তৃতীয়া	কেন	কাভ্যাম্	কৈঃ
চতুর্থী	কস্মৈ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
পঞ্চমী	কস্মাৎ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
ষষ্ঠী	কস্য	কয়োঃ	কেষাম্
সপ্তমী	কস্মিন্	কয়োঃ	কেষু

*** কিম্ শব্দরূপ সম্পর্কে বিশদে জানতে - ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-sabdarup-kim/

মতি - স্বরান্ত ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ । বাংলা অর্থ – বুদ্ধি।

সংস্কৃত মতি শব্দের রূপ (বাংলা অক্ষরে)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মতিঃ	মতী	মতয়ঃ
দ্বিতীয়া	মতিম্	মতী	মতীঃ
তৃতীয়া	মত্যা	মতিভ্যাম্	মতিভিঃ
চতুর্থী	মত্যৈ, মতয়ে	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
পঞ্চমী	মত্যাঃ, মতেঃ	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
ষষ্ঠী	মত্যাঃ, মতেঃ	মত্যোঃ	মতীনাম্
সপ্তমী	মত্যাম্, মতৌ	মত্যোঃ	মতিষু
সম্বোধন	মতে	মতী	মতয়ঃ

মতি শব্দের অনুরূপ শব্দ

অঙ্গুলি, উন্নতি, ওষধি, কীর্তি, কৃতি, গতি, ধূলি, নিয়তি, পঙ্‌ক্তি, প্রকৃতি, মূর্তি, শ্রুতি, সমিতি, সরণি, ভূমি, জাতি, তিথি, রাত্রি, বিপণি, যুবতি, প্রভৃতি, বৃষ্টি ইত্যাদি ।

*** মতি শব্দরূপ সম্পর্কে বিশদে জানতে - ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-sabdarup-mati/

সংস্কৃত শব্দরূপ **সাধু**। এর বাংলা অর্থ – সৎ ব্যক্তি। এটি স্বরান্ত উ – কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ।

সংস্কৃত শব্দরূপ সাধু (বাংলা অক্ষরে)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সাধুঃ	সাধূ	সাধবঃ
দ্বিতীয়া	সাধুম্	সাধূ	সাধূন্
তৃতীয়া	সাধুনা	সাধুভ্যাম্	সাধুভিঃ
চতুর্থী	সাধবে	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ
পঞ্চমী	সাধোঃ	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ
ষষ্ঠী	সাধোঃ	সাধ্বোঃ	সাধূনাম্
সপ্তমী	সাধৌ	সাধ্বোঃ	সাধুষু
সম্বোধন	সাধো	সাধূ	সাধবঃ

*** সাধু শব্দরূপ সম্পর্কে বিশদে জানতে - ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-sabdarup-sadhu/

ভবৎ অৎ-ভাগান্ত (শতৃ প্রত্যয়ান্ত) পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দ বাংলা অর্থ – **আপনি**

বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভবৎ শব্দের পুংলিঙ্গ রূপ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ভবান্	ভবন্তৌ	ভবন্তঃ
দ্বিতীয়া	ভবন্তম্	ভবন্তৌ	ভবতঃ
তৃতীয়া	ভবতা	ভবদ্ভ্যাম্	ভবদ্ভিঃ
চতুর্থী	ভবতে	ভবদ্ভ্যাম্	ভবদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	ভবতঃ	ভবদ্ভ্যাম্	ভবদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	ভবতঃ	ভবতোঃ	ভবতাম্
সপ্তমী	ভবতি	ভবতোঃ	ভবৎসু

*** ভবৎ শব্দরূপ সম্পর্কে বিশদে জানতে - ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-sabdarup-bhabat/

গুণিন্ বাংলা অর্থ – **গুণী, গুণবান** । শব্দটি ইন্ ভাগান্ত ন্-কারান্ত ব্যাঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

গুণিন্ শব্দের রূপ (বাংলায়)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	গুণী	গুণিনৌ	গুণিনঃ
দ্বিতীয়া	গুণিনম্	গুণিনৌ	গুণিনঃ
তৃতীয়া	গুণিনা	গুণিভ্যাম্	গুণিভিঃ
চতুর্থী	গুণিনে	গুণিভ্যাম্	গুণিভ্যঃ
পঞ্চমী	গুণিনঃ	গুণিভ্যাম্	গুণিভ্যঃ
ষষ্ঠী	গুণিনঃ	গুণিনোঃ	গুণিনাম্
সপ্তমী	গুণিনি	গুণিনোঃ	গুণিষু
সম্বোধন	গুণিন্	গুণিনৌ	গুণিনঃ

আত্মন্ অন্ ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ বাংলা অর্থ – **আত্মা, নিজ**

সংস্কৃত আত্মন্ শব্দের রূপ বাংলা অক্ষরে

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	আত্মা	আত্মানৌ	আত্মানঃ
দ্বিতীয়া	আত্মানম্	আত্মানৌ	আত্মনঃ
তৃতীয়া	আত্মনা	আত্মভ্যাম্	আত্মভিঃ
চতুর্থী	আত্মনে	আত্মভ্যাম্	আত্মভ্যঃ
পঞ্চমী	আত্মনঃ	আত্মভ্যাম্	আত্মভ্যঃ
ষষ্ঠী	আত্মনঃ	আত্মনোঃ	আত্মনাম্
সপ্তমী	আত্মনি	আত্মনোঃ	আত্মসু
সম্বোধন	আত্মন্	আত্মানৌ	আত্মানঃ

*** **আত্মন্ শব্দরূপ সম্পর্কে বিশদে জানতে** - ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-sabdarup-atman/

বাক্ /বাচ্ শব্দরূপ। অর্থ – বাণী / কথা ।

वाच् (वाणी) (चकारान्त स्त्रीलिङ्ग)

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	वाक्, वाग्	वाचौ	वाच:
द्वितीया	वाचम्	वाचौ	वाच:
तृतीया	वाचा	वाग्भ्याम्	वाग्भि:
चतुर्थी	वाचे	वाग्भ्याम्	वाग्भ्य:
पञ्चमी	वाच:	वाग्भ्याम्	वाग्भ्य:
षष्ठी	वाच:	वाचो:	वाचाम्
सप्तमी	वाचि	वाचो:	वाक्षु
सम्बोधन	हे वाक्, वाग्!	हे वाचौ!	हे वाच:!

Hindivyakran.com

জগৎ শব্দরূপ

जगत् (संसार) तकारान्त नपुं॰

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	जगत्	जगती	जगन्ति
द्वितीया	जगत्	जगती	जगन्ति
तृतीया	जगता	जगद्भ्याम्	जगद्भि:
चतुर्थी	जगते	जगद्भ्याम्	जगद्भ्य:
पंचमी	जगत:	जगद्भ्याम्	जगद्भ्य:
षष्ठी	जगत:	जगतो:	जगताम्
सप्तमी	जगति	जगतो:	जगत्सु
संबोधन	हे जगत् !	हे जगती !	हे जगन्ति !

মনস্ শব্দরূপ অর্থৎ মন।

मनस्			
विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	मनः	मनसी	मनांसि
द्वितीया	मनः	मनसी	मनांसि
तृतीया	मनसा	मनोभ्याम्	मनोभिः
चतुर्थी	मनसे	मनोभ्याम्	मनोभ्यः
पञ्चमी	मनसः	मनोभ्याम्	मनोभ्यः
षष्ठी	मनसः	मनसोः	मनसाम्
सप्तमी	मनसि	मनसोः	मनस्सु
सम्बोधन	हे मनस!	हे मनसी!	हे मनांसि!

ধাতুরূপ

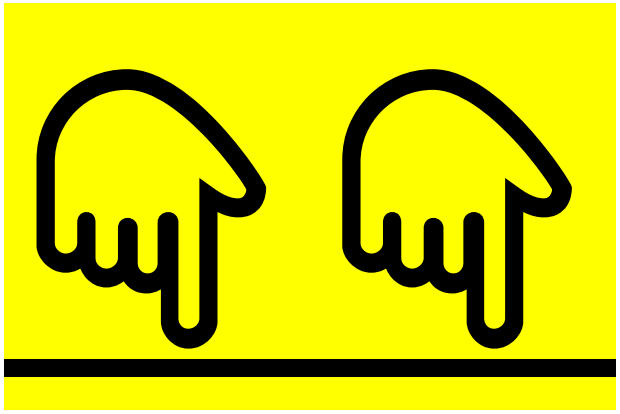

শ্রু ধাতু—শ্রবণ, শুনা। (To hear) পরস্মৈপদী।

লট্— (Present tense)

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	শৃণোতি	শৃণোষি	শৃণোমি
দ্বিবচন	শৃণুতঃ	শৃণুথঃ	শৃণ্বঃ, শৃণুবঃ
বহুবচন	শৃণ্বন্তি	শৃণুথ	শৃণ্মঃ, শৃণুমঃ

লঙ্—(Past tense)

একবচন	অশৃণোৎ	অশৃণোঃ	অশৃণবম্
দ্বিবচন	অশৃণুতাম্	অশৃণুতম্	অশৃণ্ব, অশৃণুব
বহুবচন	অশৃণ্বন্	অশৃণুত	অশৃণ্ম, অশৃণুম

লৃট্—(Future tense)

একবচন	শ্রোষ্যতি	শ্রোষ্যসি	শ্রোষ্যামি
দ্বিবচন	শ্রোষ্যতঃ	শ্রোষ্যথঃ	শ্রোষ্যাবঃ
বহুবচন	শ্রোষ্যন্তি	শ্রোষ্যথ	শ্রোষ্যামঃ

লোট্—(Imperative)

একবচন	শৃণোতু	শৃণু	শৃণবানি
দ্বিবচন	শৃণুতাম্	শৃণুতম্	শৃণবাব
বহুবচন	শৃণ্বন্তু	শৃণুত	শৃণবাম

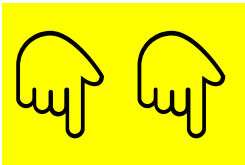

কৃ ধাতু—করা। (To do) উভয়পদী)

লট্ (Present tense)

পরস্মৈপদ।

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	করোতি	করোষি	করোমি
দ্বিবচন	কুরুতঃ	কুরুথঃ	কুর্ব্বঃ
বহুবচন	কুর্ব্বন্তি	কুরুথ	কুর্ম্মঃ

(লঙ্—Past tense)

পরস্মৈপদ।

একবচন	অকরোৎ	অকরোঃ	অকরবম্
দ্বিবচন	অকুরুতাম্	অকুরুতম্	অকুর্ব্ব
বহুবচন	অকুর্ব্বন্	অকুরুত	অকুর্ম্ম

লৃট্—(Future tense)

পরস্মৈপদ।

একবচন	করিষ্যতি	করিষ্যসি	করিষ্যামি
দ্বিবচন	করিষ্যতঃ	করিষ্যথঃ	করিষ্যাবঃ
বহুবচন	করিষ্যন্তি	করিষ্যথ	করিষ্যামঃ

লোট্—(Imperative)

পরস্মৈপদ।

একবচন	করোতু	কুরু	করবাণি
দ্বিবচন	কুরুতাম্	কুরুতম্	করবাব
বহুবচন	কুর্ব্বন্তু	কুরুত	করবাম

দা ধাতুরূপ। এর বাংলা অর্থ হল – দান করা। ধাতুটি পরস্মৈপদী।

দা ধাতুরূপ (বাংলা হরফে)

লট্ (বর্তমান কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	যচ্ছতি	যচ্ছসি	যচ্ছামি
দ্বি	যচ্ছতঃ	যচ্ছথঃ	যচ্ছাবঃ
বহু	যচ্ছন্তি	যচ্ছথ	যচ্ছামঃ

দা ধাতু লট্

লোট্ (আদেশ, অনুরোধ)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	যচ্ছতু	যচ্ছ	যচ্ছানি
দ্বি	যচ্ছতাম্	যচ্ছতম্	যচ্ছাব
বহু	যচ্ছন্তু	যচ্ছত	যচ্ছাম

লঙ্ (অতীত কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	অযচ্ছৎ	অযচ্ছঃ	অযচ্ছম্
দ্বি	অযচ্ছতাম্	অযচ্ছতম্	অযচ্ছাব
বহু	অযচ্ছন্	অযচ্ছত	অযচ্ছাম

লৃট্ (ভবিষ্যৎ কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	দাস্যতি	দাস্যসি	দাস্যামি
দ্বি	দাস্যতঃ	দাস্যথঃ	দাস্যাবঃ
বহু	দাস্যন্তি	দাস্যথ	দাস্যামঃ

*** দা - ধাতুরূপ সম্পর্কে বিশদে জানতে - ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-dhaturup-da/

সংস্কৃত ধাতুরূপ **সেব্** অর্থ **সেবা করা**

সেব্ ধাতুরূপ (বাংলা হরফে)

লট্ (বর্তমান কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	সেবতে	সেবসে	সেবে
দ্বি	সেবেতে	সেবেথে	সেবাবহে
বহু	সেবন্তে	সেবধ্বে	সেবামহে

সেব্ ধাতু লট্

লোট্ (আদেশ, অনুরোধ)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	সেবতাম্	সেবস্ব	সেবৈ
দ্বি	সেবেতাম্	সেবেথাম্	সেবাবহৈ
বহু	সেবন্তাম্	সেবধ্বম্	সেবামহৈ

লঙ্ (অতীত কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	অসেবত	অসেবথাঃ	অসেবে
দ্বি	অসেবেতাম্	অসেবেথাম্	অসেবাবহি
বহু	অসেবন্ত	অসেবধ্বম্	অসেবামহি

লৃট্ (ভবিষ্যৎ কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	সেবিষ্যতে	সেবিষ্যসে	সেবিষ্যে
দ্বি	সেবিষ্যেতে	সেবিষ্যেথে	সিষেবিবহে
বহু	সেবিষ্যন্তে	সেবিষ্যধ্বে	সিষেবিমহে

***সেব - ধাতুরূপ সম্পর্কে বিশদে জানতে - ☞☞ https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-dhaturup-seb/

সংস্কৃত ধাতুরূপ লভ্ অর্থ লাভ করা।

লট্ (বর্তমান কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	লভতে	লভসে	লভে
দ্বি	লভেতে	লভেথে	লভাবহে
বহু	লভন্তে	লভধ্বে	লভামহে

লভ্ ধাতু লট্

লোট্ (আদেশ, অনুরোধ)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	লভতাম্	লভস্ব	লভৈ
দ্বি	লভেতাম্	লভেথাম্	লভাবহৈ
বহু	লভন্তাম্	লভধ্বম্	লভামহৈ

লৃট্ (ভবিষ্যৎ কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	লপ্স্যতে	লপ্স্যসে	লপ্স্যে
দ্বি	লপ্স্যেতে	লপ্স্যেথে	লপ্স্যাবহে
বহু	লপ্স্যন্তে	লপ্স্যধ্বে	লপ্স্যামহে

লঙ্ (অতীত কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
এক	অলভত	অলভথাঃ	অলভে
দ্বি	অলভেতাম্	অলভেথাম্	অলভাবহি
বহু	অলভন্ত	অলভধ্বম্	অলভামহি

***সেব - ধাতুরূপ সম্পর্কে বিশদে জানতে - 👉👉 https://www.sanskritsikshakendra.com/sanskrit-dhaturup-lov/

(গ) বিসর্গসন্ধি

৪৯। যদি চ কিংবা ছ পরে থাকে, তবে বিসর্গ স্থানে তালব্য শ্ হয়। যথা, পূর্ণঃ + চন্দ্রঃ = পূর্ণশ্চন্দ্রঃ ; নিঃ + চয়ঃ = নিশ্চয়ঃ ; তরোঃ + ছায়া = তরোশ্ছায়া ; শিরঃ + ছেদঃ = শিরশ্ছেদঃ।

৫০। যদি ট কিংবা ঠ পরে থাকে, তবে বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ্ হয়। যথা, উড্ডীনঃ + টিট্টিভঃ = উড্ডীনষ্টিট্টিভঃ ; ভগ্নঃ + ঠক্কুরঃ = ভগ্নষ্ঠক্কুরঃ।

৫১। যদি ত কিংবা থ পরে থাকে, তবে বিসর্গ স্থানে দন্ত্য স্ হয়। যথা, উন্নতঃ + তরুঃ = উন্নতস্তরুঃ ; নদ্যাঃ + তীরম্ = নদ্যাস্তীরম্, দুঃ + তরম্ = দুস্তরম্, ক্ষিপ্তঃ + থুৎকারঃ = ক্ষিপ্তস্থুৎকারঃ।

৫২। শ ষ স পরে থাকিলে, বিসর্গ স্থানে যথাক্রমে বিকল্পে শ্ ষ্ স্ হয়। যথা, সুপ্তঃ + শিশুঃ = সুপ্তশ্ শিশুঃ বা সুপ্তঃ শিশুঃ ; মত্তঃ + ষট্পদঃ = মত্তষ্ ষট্পদঃ বা মত্তঃ ষট্পদঃ ; রবেঃ + সংক্রমঃ = রবেস্সংক্রমঃ বা রবেঃ সংক্রমঃ।

৫৩। যদি অকারের পর বিসর্গ থাকে, এবং অকার পরে থাকে, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী অকার ও বিসর্গ উভয় স্থানে 'ও' হয় ; ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়, আর পরবর্ত্তী অকারের লোপ হয়। যথা, কঃ + অয়ম্ = কোঽয়ম্, বয়ঃ + অধিকঃ = বয়োঽধিকঃ ; বেদঃ + অধীতঃ = বেদোঽধীতঃ।

৫৪। যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ অথবা পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকে, তবে অকার ও অকারের পরবর্ত্তী বিসর্গ উভয় স্থানে 'ও' হয় ; ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, শোভনঃ + গন্ধঃ = শোভনোগন্ধঃ ; মনঃ + জঃ = মনোজঃ ; মধুরঃ + ঝঙ্কারঃ = মধুরোঝঙ্কারঃ ; অশ্বঃ + ধাবতি অশ্বোধাবতি ; উন্নতঃ + নগঃ = উন্নতোনগঃ ; দৃঢ়ঃ + বন্ধঃ = দৃঢ়োবন্ধঃ ; অকুতঃ + ভয়ঃ = অকুতোভয়ঃ ; অতীতঃ + মাসঃ = অতীতোমাসঃ ;

মনঃ + যোগঃ = মনোযোগঃ ; শান্তঃ + রোষঃ = শান্তোরোষঃ ; অর্থঃ + লব্ধঃ = অর্থোলব্ধঃ ; মনঃ + হরঃ = মনোহরঃ ।

৫৫ । যদি অকার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকে, তবে অকারের পরবর্ত্তী বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যথা, সঃ + আগতঃ = স আগতঃ ; নরঃ + ইব = নর ইব ; চন্দ্রঃ + উদেতি = চন্দ্র উদেতি ; কঃ + এষঃ = ক এষ ; রক্তঃ + ওষ্ঠঃ = রক্ত ওষ্ঠঃ ।

৫৬ । যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম বর্ণ, কিংবা য র ল ব হ পরে থাকে, তবে আকারের পরবর্ত্তী বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যথা, অশ্বাঃ + অমী = অশ্বা অমী ; গজাঃ + ইমে = গজা ইমে ; তারাঃ + উদিতাঃ = তারা উদিতাঃ ; গতাঃ + ঋষয়ঃ = গতা ঋষয়ঃ ; নরাঃ + এতে = নরা এতে ; ভৃত্যাঃ + গতাঃ = ভৃত্যা গতাঃ ; কৃতাঃ + ঘটাঃ = কৃতা ঘটাঃ ; পুত্রাঃ + জাতাঃ = পুত্রা জাতাঃ ; মধুরাঃ + ঝঙ্কারাঃ = মধুরা ঝঙ্কারাঃ ; নবাঃ + ডমরবঃ = নবা ডমরবঃ ; নির্ব্বাণাঃ + দীপাঃ = নির্ব্বাণা দীপাঃ, অশ্বাঃ + ধাবন্তি = অশ্বা ধাবন্তি ; উন্নতাঃ + নগাঃ = উন্নতা নগাঃ ; দৃঢ়াঃ + বন্ধাঃ = দৃঢ়া বন্ধাঃ, নরাঃ + ভীতাঃ = নরা ভীতাঃ ; অতীতাঃ + মাসাঃ = অতীতা মাসাঃ ; ছাত্রাঃ + যতন্তে = ছাত্রা যতন্তে ; এতাঃ + রথ্যাঃ = এতা রথ্যাঃ ; নরাঃ + লভন্তে = নরা লভন্তে ; বাতাঃ + বান্তি = বাতা বান্তি ; বালকাঃ + হসন্তি = বালকা হসন্তি ।

৫৭ । যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ অথবা পঞ্চম বর্ণ, কিংবা য র ল ব হ পরে থাকে, তবে অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরবর্ত্তী বিসর্গ স্থানে র্ হয়। যথা, কবিঃ + অয়ম্ = কবিরয়ম্ ; গতিঃ + ইয়ম্ = গতিরিয়ম্ ; রবিঃ + উদেতি = রবিরুদেতি ; সুধীঃ + এষঃ = সুধীরেষঃ ; গুরুঃ + উবাচ = গুরুরুবাচ ; বধূঃ + এষা = বধূরেষা ; মাতৃঃ + অর্চ্চয় = মাতৃরর্চ্চয় ;

রবেঃ + উদয়ঃ = রবেরুদয়ঃ ; বিধোঃ + অস্তগমনম্ = বিধোরস্তগমনম্ ; গৌঃ + অয়ম্ = গৌরয়ম্ ; বহিঃ + গতঃ = বহির্গতঃ ; কৃতৈঃ + ঝঙ্কারৈঃ = কৃতৈর্ঝঙ্কারৈঃ ; দুঃ + ঘটঃ = দুর্ঘটঃ ; নিঃ + জনঃ = নির্জনঃ ; দুঃ + নীতিঃ = দুর্নীতিঃ ; মুহুঃ + মুহুঃ = মুহুর্মুহুঃ ; নিঃ + যাতঃ = নির্যাতঃ ; বিধুঃ + লীয়তে = বিধুর্লীয়তে ; বায়ুঃ + বাতি = বায়ুর্বাতি ; শিশুঃ + হসতি = শিশুর্হসতি।

৫৮। যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, কিংবা য র ল ব হ পরে থাকে, তবে অকারের পরস্থিত রজাত (১) বিসর্গ স্থানে র্ হয়। যথা— পুনঃ + অপি = পুনরপি ; প্রাতঃ + আশঃ = প্রাতরাশঃ ; ভ্রাতঃ + এহি = ভ্রাতরেহি ; অন্তঃ + গতঃ = অন্তর্গতঃ ; পিতঃ + নমামি = পিতর্নমামি ; মাতঃ + দেহি = মাতর্দেহি ; দুহিতঃ + যাহি = দুহিতর্যাহি ; মাতঃ + বদ = মাতর্বদ ; অন্তঃ + হিতঃ = অন্তর্হিতঃ ; অহঃ + নিশম্ = অহর্নিশম্।

৫৯। রাত্র, রূপ ও রথন্তর শব্দ ও বিভক্তির ভ পরে থাকিলে অহন্ শব্দের রজাত বিসর্গ স্থানে র্ হয় না ; ওকার হয়। যথা, অহঃ + রাত্রঃ = অহোরাত্রঃ ; অহঃ + ভিঃ = অহোভিঃ।

৬০। র পরে থাকিলে, বিসর্গ স্থানে যে র্ হয়, তাহার লোপ হয় এবং পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা, পিতঃ + রক্ষ = পিতারক্ষ ; নিঃ + রসঃ = নীরসঃ ; নিঃ + রোগঃ = নীরোগঃ ; নিঃ + রবঃ = নীরবঃ।

৬১। যদি অকার ভিন্ন স্বর, অথবা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকে, তবে সঃ এষঃ এই দুই পদের বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না।

(১) প্রাতর্, পুনর্, উচ্চৈস্, নীচৈস্ প্রভৃতি পদের অন্তেস্থিত র্ ও স্ স্থানে বিসর্গ হয়। 'র' এর পরিবর্ত্তে যে বিসর্গ হয়, তাহা রজাত ; এবং 'স্' এর পরিবর্ত্তে যে বিসর্গ, তাহা সজাত। ভ্রাতৃ পিতৃ প্রভৃতি ঋকারান্ত শব্দের সম্বোধনের একবচনান্ত পদের বিসর্গও রজাত।

যথা, সঃ + আগতঃ = স আগতঃ ; সঃ + ইচ্ছতি = স ইচ্ছতি ; সঃ + উবাচ = স উবাচ ; সঃ + করোতি = স করোতি ; সঃ + হসতি = স হসতি ; এষঃ + আয়াতি = এষ আয়াতি ; এষঃ + ধাবতি = এষ ধাবতি ; এষঃ + রোদিতি = এষ রোদিতি ; এষঃ + শেতে = এষ শেতে।

৬২। যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ, কিংবা য র ল ব হ পরে থাকে, তবে ভোঃ এই পদের বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যথা, ভোঃ + অম্বরীষ = ভো অম্বরীষ ; ভোঃ + ঈশান = ভো ঈশান ; ভোঃ + উমাপতে = ভো উমাপতে ; ভোঃ + গদাধর = ভো গদাধর ; ভোঃ + জনমেজয় = ভো জনমেজয় ; ভোঃ + দামোদর = ভো দামোদর ; ভোঃ + মাধব = ভো মাধব ; ভোঃ + যদুপতে = ভো যদুপতে ; ভোঃ + রাম = ভো রাম।

৬৩। নিম্নলিখিত পদ-সমূহের সন্ধি নিপাতনে হইয়াছে—নিঃ + করঃ = নিষ্করঃ, নিঃ + পাপঃ = নিষ্পাপঃ ; নিঃ + ফলম্ = নিষ্ফলম্ ; আবিঃ + কারঃ = আবিষ্কারঃ ; (Similarly, নিষ্ফলঃ, নমস্কারঃ, পুরস্কারঃ তিরস্কারঃ, দুষ্করঃ, দুষ্ক্রিয়া, প্রাদুষ্কৃতঃ, বহিষ্কৃতঃ etc.) চতুঃ + কোণম্ = চতুষ্কোণম্ চতুঃ + পথম্ = চতুষ্পথম্, হবিঃ + পানম্ = হবিষ্পানম্, আয়ুঃ + কামঃ = আয়ুষ্কামঃ, শ্রেয়ঃ + করঃ = শ্রেয়স্করঃ, অয়ঃ + কান্তঃ অয়স্কান্তঃ, মনঃ + কামঃ = মনস্কামঃ, নিঃ + কামঃ = নিষ্কামঃ, ভ্রাতুঃ + পুত্রঃ = ভ্রাতুষ্পুত্রঃ, ভাঃ + করঃ ভাস্করঃ, বাচঃ + পতিঃ = বাচস্পতিঃ।

Exercise 4.

1. সূত্র নির্দ্দেশপূর্ব্বক সন্ধি কর। মুনেঃ + চিত্তম্, ধনুঃ + টঙ্কারঃ রাজ্ঞঃ + ছত্রম্, ভুবঃ + তলম্, গজঃ + অসৌ, বালকঃ + অপি, নরঃ + চ, সঃ + চ, নরঃ + বা, এষঃ + বা, সঃ + অস্তি, সঃ + আসীৎ, রামঃ + গচ্ছতি,

সঃ + গচ্ছতি, নরাঃ + তিষ্ঠন্তি, নরাঃ + আগচ্ছন্তি, তস্যাঃ + তনয়ঃ, তস্যাঃ + পুত্রঃ, পুত্রঃ + তস্যাঃ, তস্যাঃ + ইয়ম্, মুনিঃ + অসৌ, হরেঃ + নাম, সাধুঃ + গতঃ, পুনঃ + এব, পুনঃ + চ, বহিঃ + করোতি, বহিঃ + চরতি, অহঃ + অহঃ, অহঃ + রাত্রঃ, অহঃ + রজনী, ভ্রাতঃ + রক্ষ, হরিঃ + রাজতে, সাধুঃ + রমতে, ভোঃ + পিতঃ, চক্ষুঃ + রোগঃ, ভোঃ + মাতঃ।

2. Disjoin the Sandhis in :—মনোরথঃ, মনশ্চক্ষুঃ, নীরবঃ, সোঽস্মিন্, প্রাতরেব, সদ্যোজাতঃ, নিষ্ফলম্, শ্রেয়স্করঃ, তৈরুক্তম্, স্বর্গতঃ, স গচ্ছতি, পুনারোদিতি, বহিষ্ক্রিয়া, সর্ব্বএব, অহোভ্যাম্।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(ক) ণত্ব-বিধান

(Change of ন to ণ)

৬৭। ঋ, ৠ, র এবং মূর্দ্ধন্য ষ এই চারি বর্ণের পরস্থ 'ন্' মূর্দ্ধন্য 'ণ্' হয়। যথা,—ঋণম্, তৃণম্ নৃণাম্ ভ্রাতৃণাম্, বর্ণঃ জীর্ণঃ চতুর্ণাম্ দোষ্ণা, জিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ।

৬৫। স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য, ব, হ এবং অনুস্বারের ব্যবধান থাকিলেও 'ন' মূর্দ্ধন্য 'ণ' হইবে। যথা,—করণম্, হরণম্ হরিণঃ, গুরুণা, পরেণ, অর্কেণ, মূর্খেণ, দীর্ঘেণ, ভৃঙ্গেণ, দর্পণম্, রেফেণ, গর্ভেণ, দ্রুমেণ, গর্ব্বেণ, রয়েণ, গ্রহণম্, বৃংহণম্।

৬৬। এতদ্ভিন্ন বর্ণের ব্যবধান থাকিলে 'ন' মূর্দ্ধন্য 'ণ' হয় না। যথা,—অর্চ্চনা, অর্জ্জনম্ রটনা, অর্দ্ধেন, অর্থেন, দৃঢ়েন, আর্ত্তেন স্পর্শেন, দর্শনম্ রসনা, প্রসাদেন ইত্যাদি।

শ্রাব্যম্। কৃধাতু—কর্ত্তব্যম্, করণীয়ম্, কার্য্যম্। গ্রহ্ ধাতু—গ্রহীতব্যম্, গ্রহণীয়ম্, গ্রাহ্যম্। গম্‌ধাতু—গন্তব্যম্, গমনীয়ম্, গম্যম্। দৃশ্‌ধাতু——দ্রষ্টব্যম্, দর্শনীয়ম্, দৃশ্যম্। ভুজ্‌ধাতু—ভোক্তব্যম্, ভোজনীয়ম্, ভোজ্যম্। স্মৃধাতু—স্মর্ত্তব্যম্, স্মরণীয়ম্, স্মার্য্যম্।

৮। কর্ম্মবাচ্যে তব্য, অনীয়, য করিলে, যে যে শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহারা কর্ম্মের বিশেষণ স্বরূপ। এই নিমিত্ত কর্ম্মপদের যে লিঙ্গ, যে বিভক্তি, যে বচন, ঐ সকল শব্দেরও সেই লিঙ্গ সেই বিভক্তি, সেই বচন হয়। যথা, পঠ্‌ধাতু-অনীয়, ময়া গ্রন্থঃ পঠনীয়ঃ ;—I shall read the book. ময়া পত্রী পঠনীয়া। ময়া পুস্তকং পঠনীয়ম্। পঠনীয়ম্ গ্রন্থম্, পঠনীয়েন গ্রন্থেন, পঠনীয়ায় গ্রন্থায়, পঠনীয়াৎ, গ্রন্থাৎ, পঠনীয়স্য গ্রন্থস্য, পঠনীয়ে গ্রন্থে, পঠনীয়য়োঃ গ্রন্থয়োঃ, পঠনীয়েষু গ্রন্থেষু।

৯। ভাববাচ্যে তব্য, অনীয়, য করিয়া যে সকল শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহাদের রূপ অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনের ন্যায় হয়। যথা, স্থা-তব্য, ময়া স্থাতব্যম্ ; I must stay. ক্রীড়্‌ধাতু-তব্য, ত্বয়া ক্রীড়িতব্যম্ You should play. লজ্জ্‌ ধাতু-তব্য, তেন লজ্জিতব্যম্ ; He must be ashamed.

শতৃ, শানচ্।

১০। কর্ত্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানকালে শতৃ হয়। শ্ এবং ঋ লোপ হয়. অৎ থাকে। যথা, চল্-চলৎ, পত্-পতৎ, পা- to drink) পিবৎ, দৃশ্-পশ্যৎ, ধাব্-ধাবৎ, বদ্-বদৎ, স্থা-তিষ্ঠৎ, ভূ-ভবৎ।

১১। কর্ত্তৃবাচ্যে আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে শানচ্ হয়। শ্ এবং চ এর লোপ হয়, আন থাকে। যথা, শী-শয়ান, ভুজ-ভুঞ্জান, অধি-ই অধীয়ান।

১২। সেব্, ব্যথ, সহ্ জন্, বিদ্, প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর শানচের আন স্থানে মান হয়। যথা সেব্-সেবমান, ব্যথ্-ব্যথমান, সহ্-সহমান, জন্-জায়মান, বিদ্ বিদ্যমান, মৃ-ম্রিয়মাণ।

১৩। কর্ম্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর শানচ্ হয়, শানচ্ স্থানে মান হয়। যথা, কৃ-ক্রিয়মাণ, পা পীয়মান, সেব্-সেব্যমান, দৃশ্-দৃশ্যমান।

১৪। কর্ত্তৃবাচ্যে উভয়পদী ধাতুর উত্তর শতৃ ও শানচ্ হয়। যথা, নী নয়ৎ, নয়মান ; ব্রূ ব্রুবৎ, ব্রুবাণ ; দা—দদৎ, দদান ; ধা—দধৎ,দধান।

১৫। আস্ ধাতুর শানচের আন স্থানে ঈন হয়। যথা, আস্-শানচ্—আসীন।

১৬। শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয় দ্বারা যে সকল শব্দ সিদ্ধ হয়, তাহারা বিশেষণ ; এই নিমিত্ত বিশেষ্যের লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন প্রাপ্ত হয়। যথা, পশ্যন্ পুরুষঃ পশ্যন্তং পুরুষং, পশ্যতা পুরুষেণ ; গচ্ছন্তী স্ত্রী, গচ্ছন্তীং স্ত্রিয়ম্, গচ্ছন্ত্যা স্ত্রিয়া ; পতৎ ফলম্, পততা ফলেন, পততঃ ফলস্য।

তবৎ। (ক্তবতু)

১৭। অতীত কালে ধাতুর উত্তর, কর্ত্তৃবাচ্যে তবৎ প্রত্যয় হয়। তবৎ প্রত্যয় করিয়া যে শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহা কর্ত্তার বিশেষণ। এই নিমিত্ত, কর্ত্তার যে লিঙ্গ, যে বিভক্তি, যে বচন, ঐ সকল শব্দের সেই লিঙ্গ, সেই বিভক্তি সেই বচন হইয়া থাকে। সেই সকল শব্দের রূপ, পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে, শ্রীমৎ শব্দের ন্যায় ; স্ত্রীলিঙ্গে নদীশব্দের ন্যায়। যথা, জিধাতু-তবৎ, পুং, জিতবান্, জিতবন্তৌ, জিতবন্তঃ ; ক্লী, জিতবৎ, জিতবতী, জিতবন্তি ; স্ত্রী, জিতবতী, জিতবত্যৌ, জিতবত্যঃ। রামো রাবণং জিতবান্—Rama conqured Ravana. শ্রুধাতু, অহং শাস্ত্রং শ্রুতবান্—I heard the Sastra. কৃধাতু, স কিং কৃতবান্ ?—

What did he do? এইরূপ স্থাধাতু,—স্থিতবান্; দাধাতু,—দত্তবান্; গম্‌ধাতু,—গতবান্; হন্‌ধাতু,—হতবান্; গৃহ্‌ধাতু,—গৃহীতবান্; ভুজধাতু—ভুক্তবান্; দৃশ্‌ধাতু—দৃষ্টবান্।

ত। (ক্ত)

১৮। অতীত কালে, ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ত প্রত্যয় হয়। যথা, জিধাতু, জিতঃ; কৃধাতু, কৃতঃ; গ্রহধাতু, গৃহীতঃ—; দাধাতু, দত্তঃ; ভুজ্‌ধাতু, ভুক্তঃ; দৃশ্‌ধাতু, দৃষ্টঃ; জ্ঞা ধাতু, জ্ঞাতঃ; শ্রু ধাতু, শ্রুতঃ; বচধাতু, উক্তঃ।

১৯। কর্ম্মবাচ্যে ত প্রত্যয়করিলে, যে যে শব্দ হয়, তাহারা কর্ম্মের বিশেষণ। এই নিমিত্ত, কর্ম্মের যে লিঙ্গাদি ঐ শব্দেরও তাহাই হয়। ত প্রত্যয় করিয়া যে শব্দ হয়, তাহার রূপ পুংলিঙ্গে গজশব্দের ন্যায়, ক্লীবলিঙ্গে ফলশব্দের ন্যায়, স্ত্রীলিঙ্গে লতাশব্দের ন্যায়। যথা, পঠ্‌ধাতু—ত, তেন গ্রন্থঃ পঠিতঃ—The book was read by him. তেন পত্রী পঠিতা—The letter was read by him. তেন পুস্তকং পঠিতম্ - The book was read by him.

২০। অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর, এবং গম্, রুহ্ প্রভৃতি কতকগুলি সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর, কর্ত্তৃবাচ্যেও ত প্রত্যয় হয়। কর্ত্তৃবাচ্যে ত প্রত্যয় করিয়া, যে শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহা কর্ত্তার বিশেষণ। যথা, মৃ ধাতু, পুরুষো মৃতঃ—The man was dead. স্ত্রী মৃতা; অপত্যং মৃতম্। ভূধাতু, ভূতঃ; স্থাধাতু, স্থিতঃ; গম্-ধাতু, গতঃ; স গৃহং গতঃ—He is gone home. রুহ্‌ধাতু, রূঢ়ঃ; বানরো বৃক্ষম্ আরূঢ়ঃ—The monkey has climbed on the tree.

২১। অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর এবং কর্ম্মের প্রয়োগ না থাকিলে সকর্ম্মক ধাতুর উত্তরও ভাববাচ্যে ত হয়। ভাববাচ্যে ত প্রত্যয়

করিয়া যে যে শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহাদের রূপ সর্ব্বদাই ক্লীবলিঙ্গে প্রথমা বিভক্তির একবচনের ন্যায় হইয়া থাকে। যথা, ময়া জিতম্, I have won. তেন কুত্র স্থিতম্,—Where was he? ত্বয়া দৃষ্টম্,—You have seen. শিশুনা রুদিতম্—The child cried. ময়া ভুক্তম্,—I have eaten.

Exercise 34.

1. What is meant by a 'কৃৎপ্রত্যয়'? Give a few illustrations of কৃৎপ্রত্যয়।

2. Make sentences with the following কৃৎ affixes; তব্য, অনীয়, য, শতৃ, শানচ্, তুম্, ত্বা, যপ, তবৎ, ত।

3. Explain the difference in the use of ত্বা and যপ্।

4. Give the illustrations of 'ত' used in the active voice.

5. Translate into English :—

কিং কর্ত্তুম্ ইচ্ছসি। গচ্ছন্তং শিশুং পশ্য। স আসনে উপবিশ্য পঠতি। মাতরং দ্রষ্টুং স গৃহং গচ্ছতি। সিংহাসনে আসীনং রাজানং পশ্যামঃ। ময়া অদ্য পূজা ন কৃতা। কদা পুনরহং ত্বয়া দ্রষ্টব্যঃ। ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং দুর্জ্জনেন সমং ক্বচিৎ। গৃহং গত্বা জলং পাতব্যম্। দর্শনীয়া অস্য আকৃতিঃ। যস্মৈ কস্মৈচিৎ বিদ্যা ন দেয়া। নাস্মাভিঃ ভুক্তং তব অন্নম্। তাঃ স্নাতুং গতবত্যঃ। ধনমাদায় চৌরঃ পলায়িতঃ। স গিরিশিখরাৎ পতিতঃ মৃতশ্চ। দেবীং প্রণম্য পঠিতুং ত্বয়া বিদ্যালয়ঃ গন্তব্যঃ। কেনৈনৎ কর্ম্ম কৃতং ন তন্ময়া জ্ঞাতম্।

2. Change the voice of :—স জলং পিবতি। স গৃহে বসতি। অহং বিদ্যালয়ম্ অগচ্ছম্। মা হস। আগচ্ছতু ভবান্। কথং রোদিষি? সুন্দরী বালিকা পুষ্পাণি গৃহ্নাতি। বৃক্ষাৎ ফলানি পতন্তি। আকাশে দৃশ্যন্তাম্ নক্ষত্রাণি। সিংহঃ পশ্যতি। শিশুঃ মাং পৃচ্ছতি।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কৃদন্ত Verbal affixes.

১। ধাতুর উত্তর তুম্, ত্বা প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় হয়। সেই-সকল প্রত্যয়কে "কৃৎ" বলে; কৃৎ প্রত্যয় করিয়া যে সকল শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহারা প্রায় ক্রিয়ার মত অর্থ প্রকাশ করে। তন্মধ্যে কতকগুলি ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য, কতকগুলি বা বিশেষণ রূপে পরিগণিত হয়। কৃৎ প্রত্যয় অনেকগুলি আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি এইস্থলে প্রদত্ত হইল।

তুম্ Infinitive.

২। নিমিত্ত অর্থে ধাতুর উত্তর তুম্ প্রত্যয় হয়। যথা, দাধাতু—তুম্, দাতুম্—to give. স্থাধাতু—তুম্, স্থাতুম্—to stay. পাধাতু—তুম্—পাতুম্—to drink. হন্‌ধাতু—তুম্, হন্তুম্—to kill. গম্‌ধাতু—তুম্, গন্তুম্—to go. গ্রহধাতু—তুম্, গ্রহীতুম্—to take. কৃধাতু—তুম্, কর্ত্তুম্—to do. দৃশ্‌ধাতু—তুম্, দ্রষ্টুম্—to see. ভুজ্‌ধাতু—তুম্, ভোক্তুম্—to eat. বচ্‌ধাতু—তুম্, বক্তুম্—to say.

ত্বা।

৩। অনন্তর অর্থে ধাতুর উত্তর ত্বা প্রত্যয় হয়। যথা, কৃধাতু—ত্বা, কৃত্বা—after doing. ভুজ্‌ধাতু—ত্বা, ভুক্ত্বা,—after eating. এইরূপ দৃশ্‌ধাতু—ত্বা. দৃষ্ট্বা—after seeing. দাধাতু - ত্বা, দত্ত্বা – দানানন্তর, পাধাতু—ত্বা, পীত্বা - পানানন্তর; গ্রহধাতু—ত্বা, গৃহীত্বা—গ্রহণানন্তর।

যপ্

৪। ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গ থাকিলে, অনন্তর অর্থে ধাতুর উত্তর যপ্ প্রত্যয় হয়; প্ ইৎ, য থাকে। যথা, আ-দাধাতু-যপ্ আদায়—after taking. আ গম্‌ধাতু—যপ্, আগম্য, আগত্য—after coming. এইরূপ আ-হন্‌ধাতু—যপ্, আহত্য সং-স্মৃধাতু - যপ্, সংস্মৃত্য—after remembering. প্র-নম্‌ধাতু—যপ্ প্রণম্য, প্রণত্য ইত্যাদি।

৫। তুম্, ত্বা, ও যপ্ প্রত্যয় করিয়া যে সকল শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহারা অব্যয়।

তব্য, অনীয়, য।

৬। ভবিষ্যৎকালে, ধাতুর উত্তর প্রধানতঃ কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে তব্য, অনীয়, য, এই তিন প্রত্যয় হয়। এই তিন প্রত্যয় করিয়া যে শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহাদের রূপ পুংলিঙ্গে নর শব্দের ন্যায়. স্ত্রীলিঙ্গে লতা শব্দের ন্যায়, ক্লীবলিঙ্গে ফলশব্দের ন্যায়।

৭। তব্য, অনীয়, য, কোনও কোনও স্থলে ধাতুর সহিত কেবল যুক্ত হয়; কোনও কোনও স্থলে, ধাতুর আকারের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যথা, দাধাতু—তব্য, দাতব্যম্; অনীয়, দানীয়ম্; য, দেয়ম্, তু—শয়িতব্যম্, শয়নীয়ম্ শেয়ম্। শ্রুধাতু শ্রোতব্যম্, শ্রবণীয়ম্,

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বাচ্য। Voice.

[Concord of Nominative and Verb].

কর্ত্তৃবাচ্য। Active voice.

১। কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্ত্তার যে বচন, ও যে পুরুষ সেই বচন ও পুরুষ গ্রহণ করে অর্থাৎ কর্ত্তা একবচনান্ত হইলে ক্রিয়াও একবচনান্ত হয়, কর্ত্তা দ্বিবচনান্ত হইলে ক্রিয়াও দ্বিবচনান্ত হয় এবং কর্ত্তা বহুবচনান্ত হইলে ক্রিয়াও বহুবচনান্ত হয় এবং কর্ত্তা প্রথম পুরুষের হইলে ক্রিয়াও প্রথম পুরুষের হয়; মধ্যম পুরুষের হইলে ক্রিয়াও মধ্যম পুরুষের হয়; আর উত্তম পুরুষের হইলে ক্রিয়াও উত্তম পুরুষের হইয়া থাকে। যথা,—স গচ্ছতি, তৌ গচ্ছতঃ, তে গচ্ছন্তি।

2. কর্ম্মবাচ্য। Passive voice.

৩। কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগে কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি, কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি এবং ক্রিয়া কর্ম্মানুযায়ী পুরুষ ও বচন গ্রহণ করে। যথা—শিশুনা চন্দ্রঃ দৃশ্যতে শিশুভিঃ চন্দ্রঃ দৃশ্যতে। উভয় স্থলেই চন্দ্র প্রথম পুরুষ ও একবচন বলিয়া দৃশ্যতে ক্রিয়া একবচনান্ত হইয়াছে। এইরূপ, সিংহেন স হন্যতে, সিংহেন ত্বং হন্যসে, সিংহেন অহং হন্যে ইত্যাদি বাক্যে ক্রিয়া কর্ম্মের পুরুষ গ্রহণ করিয়াছে।

৪। কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়া সর্ব্বদাই আত্মনেপদী হয়। লট, লোট, লঙ ও লিঙ বিভক্তিতে ধাতুর উত্তর 'য' হয়। যথা, পঠ্—লট্তে, পঠ্—য—তে=পঠ্যতে। এইরূপ গম্—গম্যতে, দৃশ্—দৃশ্যতে ইত্যাদি।

৫। কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর য হইলে ধাতুর আদিস্থিত য় ব ও র স্থানে যথাক্রমে ই উ ঋ হয়। যথা,—যজ্—ইজ্যতে। বদ—উদ্যতে। গ্রহ—গৃহ্যতে ইত্যাদি।

৬। কর্ত্তৃবাচ্যের বাক্যে কর্ম্ম থাকিলে, সেই বাক্যেরই কর্ম্মবাচ্যে পরিবর্ত্তন হইতে পারে। যথা, কর্ত্তৃবাচ্যে—অহং গুরুং পৃচ্ছামি। কর্ম্মবাচ্যে—ময়া গুরুঃ পৃচ্ছ্যতে। কর্ত্তৃবাচ্যে—শিশবঃ পুস্তকং পঠন্তি। কর্ম্মবাচ্যে—শিশুভিঃ পুস্তকং পঠ্যন্তে।

3. ভাববাচ্য। Verbal voice.

৭। কর্ম্মবাচ্যের ন্যায় ভাববাচ্যের ক্রিয়াও সর্ব্বদাই আত্মনেপদী হয়। লট্, লোট্ লঙ্ এবং লিঙে ভাববাচ্যেও ধাতুর উত্তর 'য' হয়। যথা, ভূ+লট্ তে=(ভূ—য—তে)—ভূয়তে, লঙ্—অভূয়ত, লোট্—ভূয়তাম্, লিঙ্—ভূয়েত।

৮। ভাববাচ্যে কর্ম্ম থাকে না, কর্ত্তা তৃতীয়া বিভক্তি গ্রহণ করে এবং ক্রিয়ায় সর্ব্বদাই প্রথম পুরুষের একবচন প্রযুক্ত হয়। যথা,—ময়া স্থীয়তে। আবাভ্যাং স্থীয়তে। অস্মাভিঃ স্থীয়তে।

৯। কর্ত্তৃবাচ্যে ক্রিয়া অকর্ম্মক হইলে, অর্থাৎ বাক্যে কর্ম্ম না থাকিলে, সেই বাক্যের ভাববাচ্যে পরিবর্ত্তন হইতে পারে। যথা—কর্ত্তৃবাচ্যে—স ভবতি। ভাববাচ্যে—তেন ভূয়তে। কর্ত্তৃবাচ্যে—সা রোদিতি। ভাববাচ্যে—তয়া রুদ্যতে।

১০। কতকগুলি ধাতুর কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে লটের তে বিভক্তির রূপ দেওয়া হইল—ভূ—ভূয়তে, স্থা,—স্থীয়তে, গম্—গম্যতে, কৃ—ক্রিয়তে পা—(to drink) পীয়তে, দা দীয়তে, হন্—হন্যতে, জ্ঞা—জ্ঞায়তে, পঠ্—পঠ্যতে, প্রচ্ছ্—পৃচ্ছতে, নী—নীয়তে, শ্রু—শ্রূয়তে, দৃশ্—দৃশ্যতে, ভক্ষ—ভক্ষ্যতে, ত্যজ্—ত্যজ্যতে, ইষ্—ইষ্যতে, বচ্ or ব্রূ—উচ্যতে, বস—উষ্যতে, হৃ—হ্রিয়তে, বপ্—উপ্যতে, যজ্—ইজ্যতে, গ্রহ্—গৃহ্যতে, পত্—পত্যতে, গৈ—গীয়তে, মা—মীয়তে, দৃ—দীর্য্যতে প—পূর্য্যতে, রুদ্—রুদ্যতে, হস্—হস্যতে ইত্যাদি।

Exercise 33.

1. Mention the voice of each of the following sentences :—ময়া গৃহং গম্যতে। সা জলং পিবতি। শিশুনা হস্যতে। স চিরং জীবতু। হস্তেন লেখনীং গৃহ্লাতি। চক্ষুষা পশ্যন্তি সর্ব্বে। মাতা পুত্রং কথয়তি। তেন অহং দৃশ্যে। অহম্ অন্নং ভুঞ্জে।

শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা ১২ অধ্যায় ভক্তিযোগ

ভগবদ্গীতা হল একটি শ্রদ্ধেয় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ যাতে অর্জুনকে ভগবান কৃষ্ণের শিক্ষা রয়েছে। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়কে "ভক্তি যোগ" বলা হয়, যা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং আত্মসমর্পণের ধারণার উপর আলোকপাত করে। অধ্যায়টি শুরু হয় অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করে কোনটি উত্তম পথ: ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির পথ বা কর্ম ত্যাগের পথ। ভগবান কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে উভয় পথই মুক্তির একই লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়, তবে ভক্তির পথটি বেশিরভাগ মানুষের জন্য সহজ এবং আরও উপলব্ধিযোগ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে একজন ভক্ত হলেন তিনি যিনি অহং মুক্ত, স্থির চিত্তের অধিকারী এবং সমস্ত প্রাণীর কল্যাণে নিবেদিত। ভক্তও কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত এবং সর্ববিষয়ে ভগবানকে দেখতে সক্ষম। ভগবান কৃষ্ণ আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জনে বিশ্বাস এবং সংকল্পের গুরুত্বও ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে একজনের ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস থাকা উচিত এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির লক্ষ্যের দিকে অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করা উচিত। ভক্তির পথে নিঃস্বার্থ সেবার প্রয়োজন, এবং ভগবান কৃষ্ণ জোর দিয়েছেন যে একজনকে উৎসর্গের সাথে এবং কোনো পুরস্কারের আশা না করেই সমস্ত কাজ করা উচিত। অধ্যায়টি ভক্তির বিভিন্ন রূপও অন্বেষণ করে। ভগবান কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে কিছু ভক্ত ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা করে, অন্যরা তাঁকে বিভিন্ন ধরণের বলিদান করে। কিছু ভক্ত আচার পালন করে এবং কঠোর নিয়ম অনুসরণ করে, অন্যরা কেবল প্রেম এবং ভক্তির সাথে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ভগবান কৃষ্ণ জোর দিয়েছেন যে ভক্তির রূপটি ভক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি বলেছেন যে ভক্তির যে রূপই বেছে নিন, তা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে অনুশীলন করা উচিত। অধ্যায়ে ভক্তির উপকারিতা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে, একজন ব্যক্তি মনের শান্তি, ভয় এবং যন্ত্রণা থেকে মুক্তি এবং শেষ পর্যন্ত, জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে। ভগবান কৃষ্ণ জোর দিয়েছেন যে ভক্তি হল মুক্তির সহজতম পথ, এবং এমনকি যারা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করতে সক্ষম নয় তারাও ভক্তির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করতে

পারে। ভগবান কৃষ্ণ আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে ভক্তির পথের জন্য একজনকে কিছু গুণাবলী যেমন নম্রতা, করুণা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেছেন যে ভক্তকে রাগ, হিংসা এবং বস্তুগত সম্পদের প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে হবে। ভগবান কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে ভক্তি শুধুমাত্র একটি উপাসনা নয়, বরং জীবনের একটি উপায়। ভক্তের উচিত সকল কিছুতে এবং সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখা এবং সমস্ত কর্ম তাঁর কাছে নিবেদন করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ভক্তের সমস্ত কর্ম এবং তাদের ফল ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা উচিত এবং তাঁর ইচ্ছার উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত। অধ্যায়টি পরম আত্মার ধারণাটিও অন্বেষণ করে। ভগবান কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে পরম আত্মা হল সমস্ত আধ্যাত্মিক অনুশীলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, এবং ভক্তের উচিত পরম আত্মার সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করা। ভগবান কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে পরম আত্মা সমস্ত বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের বাইরে এবং সমস্ত সৃষ্টির উৎস। ভক্তের সব কিছুতে এবং সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখতে হবে এবং সমস্ত প্রাণীর সাথে একত্ববোধ গড়ে তুলতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ধ্যানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ধ্যানের মাধ্যমে, একজন ব্যক্তি সাম্য এবং বিচ্ছিন্নতার অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং নিজের প্রকৃত প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারে। অধ্যায়টি ভগবান কৃষ্ণের ভক্তি এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে শেষ হয়েছে। তিনি বলেছেন যে ভক্তি অনুশীলন এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে, ব্যক্তি আধ্যাত্মিক মুক্তির সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। সংক্ষেপে, ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়, "ভক্তি যোগ," ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং আত্মসমর্পণের গুরুত্বের উপর জোর দেয়। এটি একজন নিবেদিত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, ভক্তির বিভিন্ন রূপ এবং ভক্তির সুবিধাগুলি অন্বেষণ করে। অধ্যায়ে নির্দিষ্ট গুণাবলী গড়ে তোলা এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের গুরুত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত,

শ্লোক সহ গীতার ১২ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ পড়তে ইচ্ছে করলে 👇 👇

https://krishnalela.blogspot.com/2019/03/srimad-bhagavad-bangla-